স্বনির্বাচিত কবিতা

সুস্মিতা পাল

খরিফ

১

রন্ধ্রে রন্ধ্রে মহাকাশের ছন্দের শুরু কোনো এক কোষের বেপরোয়া লাথিতে। নাক থাকলে তা কুঁচকে, বৃহৎ শৈলীকে ঠেঙ্গা দেখিয়ে (...) কেউ বিশ্বাস করবে না এই অমোঘ সত্যিকে। কেবল কোনোখানে ব্রতীদের কোলে কোলে ঘুম পাড়িয়ে, সুজাতারা নিদ্রাহীন পাশ ফিরে শোয়- হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে ফেলে আকাশগঙ্গার লেলিহান কালো গহ্বরকে
যখন সান্ধ্য তারারা অক্লান্ত চর্কিপাকে
হামাগুড়ি দিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যায় সেই শুরুয়াতে
যেখানে মেরুদণ্ড গড়ে ওঠে তারা- বালিতে,
বুক আগুনের ছোঁয়ায়,
উড়ন্ত রেশমি চুল বায়ুর বন্ধু হয়ে রাত কাটায়
জলে ধোয়া যোনী, কাটা দাগ নিয়ে বসবাস করে হিরণ্যগর্ভে।।

২

কোলে দুধ নিয়ে থাকি, চোখ জুড়ে বালি,
রঙীন সম্ভাব্যরা মৃত্যু বেশে হ্যালোইন
থেমে গেছে যে ঝাউপাতা তাদের আড়াল করা মহাপাপ;
তীরে দাঁড়িয়ে পায়ে ঠেকে স্বপ্ন কোরাল,
জলের গভীরে নিরাময় পীঠস্থানগুলো
সোপান দেবে না কোনোদিন
মৃত সাগরে ভেসে ভেসে যে তোরণ যন্ত্রণার দিকে যায়
ভূমধ্যসাগরে তাই হয়ে যায় বিদ্রোহ।
তিন- সাড়ে তিনে আর আটে ফারাক আর কই
সব- ই তো তারাবাজি, আজন্ম শৈশব।।

[পূর্ব প্রকাশিত- কৌরব অনলাইন ৫৪/২০১৮]

এখনো লিখছি কেন

নির্লজ্জ বেহায়ার মতন শব্দ ঝরে পড়ছে।
এখন, এই ,
এই মুহূর্তে
শব্দ থেকে ছন্দ গড়ে উঠছে
নির্ভেজাল বেপরোয়া প্রতিবাদে:
যন্ত্রণা বুঁজে যাওয়া আইবুপ্রুফেন নয়,
তবু, অনর্গল প্রগল্ভ জীবনচারণ দাঁড়িয়ে দেখছে
তারা সারি সারি আসছে
অস্থায়ী হাসপাতালের বেডের পাশ দিয়ে হেঁটে
অক্লান্ত
অপরিমেয়-
নিতান্তই বেঁচে থাকা সহজ নয়,
নাকে, মুখে রাবারের টিউব ঠুসে
নিশি ডাকছে জীবন।
অন্তরায় নেই আর শব্দের আর বাঁচার প্রচেষ্টায়।

[২০২০, অপ্রকাশিত]

প্রেম

ঘুম থেকে উঠে হেঁটে যাওয়া পায়ের ছাপ স্থবির করে না আর;
এখন সহস্র বছর ধরে ঢেউ উথলে দুধ,
দুধ কেটে যন্ত্রনা- নীহারিকা মহাশূন্যে দোদুল্যমান-
তারই পেটে সম্ভ্রমের যষ্টি পুঁতে
হাহাকার মনুষ্যত্বের জন্য।
ক্ষরণ আছে,
আছে বেদকুলের বর্ণাঢ্য শোচনীয়তা;
তারই পাশে বাৎসল্য সৃষ্টি আঁক কাটে
ছোট্ট হাতে বাঁকা রেখা
ঝলসে ওঠে প্রলয়ের মাঝে
পঙ্কজ প্রাপ্তি এক।

[২০২০, অপ্রকাশিত]

প্রেম, আবার

লোম খাড়া করা
তুলতুলে বিবর্ণ মাটি সাঁকো ছুঁইয়ে শুয়ে থাকে।
হেঁড়ে গলায় হেমন্ত সেজে অবিন্যস্ত চুল ফাঁক করে
ধেয়ে যায় অনন্তের শাখা- প্রশাখা,
একটু একটু করে এগিয়ে আসে অবিনশ্বর সত্যি
সপসপে লালসায়
যতক্ষণ না বুড়ো আঙুলের নখে দেখা যায় প্রতিক্ষণের ভবিষ্যত।

তারপর দুধ কেটে ক্ষীর
জমতে জমতে এক একটা হিমবাহ তৈরি হয়ে যায়।
পলেস্তরা খসিয়ে, চমৎকার মানচিত্রে লেখা থেকে যায়
আদম ওডিসিউসের নেপথ্যের গল্পগুলো।

[২০২১, অপ্রকাশিত]

সেই বসন্তের বুকে প্রখর জীবন যাপন

এক বসন্ত আগে, সবই ঠুনকো লাগতো তবু, কষ্টেসৃষ্টে সুখী জীবন যাপন চালিয়ে যাওয়ার মতন কঠিন লাগেনি কিছু।
এক বসন্ত পর, চরম সত্য কিচকিচ করে চোখে। চেয়ে দেখতে গেলেই ধেয়ে আসে পৃথিবীর বুকে বাঁধা অবিস্মরণীয় মধ্যাকর্ষণ। টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে আনবেই আনবে। যদি না তুমি গতিপথ বদলে, ভুস করে পালাতে পারো এই সর্বগ্রাসী সত্যিটাকে কাঁচকলা দেখিয়ে।
সেই বসন্ত- ও বিপদে ভরা। কেউ নেই, কিছু নেই ধরে রাখার। এক একটা গাছ ভাবো ভাসছে মহাকাশে, তেষ্টায় শুকনো কাঠ দেখছে ভেসে যাচ্ছে জল বিন্দু বিন্দু হয়ে মহাসমুদ্র কতো-
বসন্তে দগ্ধে যেতে হয় ক্রমাগত, তবেই তো আরশোলা জন্ম সার্থক।

[২০২১, অপ্রকাশিত]

শ্রাবণের ধারার মতন

ক্ষয় ক্ষতি না মেপেই
এক পাল মানুষের ছা
কয়েকশো হাজার আলোকবর্ষ
শিরদাঁড়া সোজা করে এগিয়ে এসেছে

সূর্য চাঁদ বিটেলগিউসের থেকে বড়
ছায়ারা তখনও তাদের সামনে পিছনে
আষ্টেপৃষ্ঠে আগলে রেখেছিল
হাতগুলো ঘষা- মাজা করতে করতে
আয়ু আজ সহস্র রজনী

ঢিলে ঢালা পোশাকে লুকিয়ে
চোখ ফুটো করা সেদ্ধ চালের মাড়
আয় আয় আয় আয়
তু তু তু...

[২০২০, অপ্রকাশিত]

=X=X=X=